আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলা: বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ: (০৪ নভেম্বর,২০২০) বুলেটিন নং ১৯৫	০৪ নভেম্বর হতে ০৮ নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ৩১ অক্টোবর হতে ০৩ নভেম্বর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	৩১ অক্টোবর	০১ নভেম্বর	০২ নভেম্বর	০৩ নভেম্বর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	৩২.০	১৯.০	হালকা	৩০.০	১৯.০-৩২.০ (৮১.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩১.৫	২৮.০	৩২.০	৩০.৪	২৮.০-৩২.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৬.০	২৪.৪	২৪.৫	২৫.০	২৪.৪-২৬.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৭৮.০-৯৮.০	৯১.০-৯৬.০	৭৬.০-৯৯.০	৭২.০-৯৬.০	৭২-৯৯
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৯.২	৩.৭	৫.৬	১.৯	১.৮৫-৯.২৫
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৭	৭	৭	৬	৬-৭
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(০৪ নভেম্বর হতে ০৮ নভেম্বর, ২০২০) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-২৩.১ (২৩.১)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৭.২-২৮.৯
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৬.০-২২.১
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৪৯.০-১০০.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২.১-৩.৬
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব

করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) সংক্রমণের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় কমপক্ষে ১ মিটার (৩ ফুট) দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধৌত করুন। প্রয়োজনে এলকোহল যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছ্ড়া করোনা ভাইরাস সংক্রমন রোধ করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দিকনির্দেশনা মেনে চলুন। কৃষকরা গ্রুপ আকারে কাজ করা থেকে বিরত থাকুন, ভাইরাসের উপসর্গের দেখা দিলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন। বাড়িতে থাকুন, খুব জরুরী না হলে মাঠ পরিদর্শনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:
লঘুচাপের বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া জেলার অন্যত্র আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে ।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আমন ধান:

ফুল থেকে কর্তন পর্যায়-

- জমির প্রয়োজনীয় পানির স্তর বজায় রাখুন।
- নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিলে পরিষ্কার আবহাওয়া এবং বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস না থাকলে হেক্টর প্রতি ১২৫ মিলি ইমিডাক্লোপ্রিড প্রয়োগ করুন।
- হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি হেক্টরে ১.৪ কেজি কার্টাপ অথবা ৭৫ গ্রাম থায়ামেথোক্সাম+ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল প্রয়োগ করুন।
- গান্ধী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে হেক্টর প্রতি ১.৭ কেজি কার্বারিল অথবা ১.১২ কেজি আইসোপ্রোকার্ব/এমআইপিসি প্রয়োগ করুন।
- পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে হেক্টর প্রতি ১.৭ কেজি কার্বারিল অথবা ১.১২ কেজি আইসোপ্রোকার্ব/এমআইপিসি প্রয়োগ করুন।
- বিভিন্ন ধরণের পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- খোল পোড়া রোগ দমনের জন্য পর্যায়ক্রমে ভেজা ও শুকনা পদ্ধতিতে সেচ ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া ফলিকুর/ নেটিভো/স্কোর অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। থোড় বের হওয়ার আগে রোগ দেখা দিলে বিঘাপ্রতি ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ব্লাস্ট রোগ দেখা দিতে পারে। এ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি বিঘা জমিতে ট্রাইসাইক্লাজল/স্ট্রবিন গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ৬৭ লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে শেষ বিকালে ৫-৭ দিন অন্তর দু'বার স্প্রে করতে হবে। ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে জমিতে পানি ধরে রাখতে হবে। পাতা ব্লাস্ট রোগের জন্য রোগের প্রাথমিক অবস্থায় এবং শীষ ব্লাস্ট রোগ দমনের জন্য রোগ হওয়ার আগেই ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করুন।
- ফসল ৮০% পরিপক্ক হলে রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সংগ্রহ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার করুন।
- বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভাব। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- লাউ জাতীয় সবজিতে মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার করুন। আলফা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের বালাইনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- লাউ জাতীয় সবজিতে পাউডারি মিলডিউ দেখা দিলে হেক্সাকোনাজল অথবা মেনকোজেব প্রয়োগ করুন।
- শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ক্লোরোপাইরিফস গ্রুপের বালাইনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- ফল বাগানের আন্ত:পরিচর্যা করতে হবে।
- কলাগাছের পাতায় সিগাটোকা রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি স্কোর অথবা ২ গ্রাম নোইন বা ব্যাভিস্টিন অথবা ০.১ মিলি একোনাজল/ফলিকোর মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- পেয়ারায় মিলিবাগের আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন। প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যায়।
- পেয়ারায় ফলের মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- খাদ্যে বিষক্রিয়ার ঝুঁকি এড়াতে গবাদি পশুকে ননফডার খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন।
- গাভীর ওলানের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হোন।
- রোগ প্রতিরোধে গবাদি পশুকে টীকা দিন।
- গোয়াল ঘর শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- রোগ প্রতিরোধে হাঁসমুরগীকে টীকা দিন।
- হাঁসমুরগীর খোয়ার শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মৎস্য:

- পুকুরের পানি পরিষ্কার করার জন্য চুন প্রয়োগ করুন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।